ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ২২তম সংখ্যা

১৬ অগ্রাহায়ণ ১৪২৩, ৩০ নভেম্বর ২০১৬

বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুরাগী ছিলেন কাস্ত্রো-উপাচার্য

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত অনুরাগী বিপ্লবী মহান নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তি সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো আমাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন কাস্ত্রো। তিনি পৃথিবীর ভাগ্যাহত মানুষের উন্নত জীবনের জন্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। লড়াই করেছেন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির চোখ রাঙানিতে তিনি নত হননি। প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্র কিউবাকে। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত করতে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের সমর্থন করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। বাঙালী জাতি তা চিরদিন স্মরণ রাখবে'।

গত ২৬ নভেম্বর ২০১৬ শনিবার ৯০ বছর বয়সে ফিদেল কাস্ত্রোর জীবনাবসান ঘটেছে।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কিউবার বিরানে স্প্যানিশ বংশোদ্ভূদ এক সচ্ছল পরিবারে ফিদেল কাস্ত্রো জন্মগ্রহণ করেন। কাস্ত্রো দীর্ঘদিন বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালে কিউবাকে মুক্ত করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্ধশতককাল নিজের আদর্শের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালে ছোট ভাই রাহুল কাস্ত্রোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর গ্রহণ করেন। কিউবার মানুষের কাছে তিনি স্বপ্নের নায়ক হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার ৩ বছর আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা'য় ভূষিত করে।

কিউবান বিপবের মহানায়ক সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, তবে আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় বঙ্গবন্ধু হিমালয়তুল্য। আমি তাঁর মধ্যে হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি।' বিশ্বের মহান নেতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক মন্তব্যের জন্য আরেক বিশ্বনেতা কাস্ত্রো স্মরণীয় হয়ে আছেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচী

আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ বুধবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং আগামী ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ২৪ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে কর্মসূচী প্রণয়ন সংক্রান্ত এক সভায় এ-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনসহ সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন দফতর প্রধান এবং শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন ও ঢাবি মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় র‌্যালি-২০১৬ এর কর্মসূচী: প্রতি বছরের মত এ বছরও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় র‌্যালি। কর্মসূচী অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার-সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে আগামী ১ ডিসেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪৫মিনিটে জমায়েত হয়ে ১১টায় "বিজয় র‌্যালিটি" অপরাজেয় বাংলা হতে আরম্ভ হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। এরপর সেখানে সংগীত বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে মুক্তির গান ও বিজয়ের গান। বিজয় র‌্যালি উপলক্ষে ঐদিন সকাল ১০টা ৩০মিনিট থেকে ১২টা পর্যন্ত ক্লাশ ও অফিস কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ১৫মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

৪২জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান

শিক্ষক প্রজন্মের পর প্রজন্ম শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৪২জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও মানপত্র পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে ১২জন তাদের কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যে অবদান রেখেছেন তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতি স্মরণ * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

'সুবর্ণ স্মৃতির মধুর আনন্দে এসো মিলি মোরা সৃজনী ছন্দে' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ৪র্থ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী আয়োজিত এই পুনর্মিলনী উৎসবের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. রওশন আরা ফিরোজ। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

†iv‡Kqv nj A¨vjvgbvB G‡mvwm‡qk‡bi 4_ cbwgjbx Abôvb MZ 25 b‡f¤i 2016 QvÎ-wk¶K †K›` wgjbvqZ‡b AbwôZ n‡q‡Q| w`be¨vcx Av‡qvwRZ GB cbwgjbx Drm‡ei D‡Øvab K‡ib cavb AwZw_ wn‡m‡e DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏK|

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক সেমিনার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে "বাংলাদেশে জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদ: সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা" শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি অধ্যাপক এমিরিটাস ড. আবদুল মোমেন, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম সাঈদ এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতিনিধি রাজেশ সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ আশরাফুর রহমান। সমিতির দপ্তর সম্পাদক মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনা তুলে ধরে বলেন, এগুলো অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ। এর নেতিবাচক প্রভাব বহির্বিশ্বেও পড়ছে। তিনি বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে অভিহিত করে বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের গভীরে গিয়ে এর সূত্র নির্ণয় করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তির অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করতে জঙ্গিগোষ্ঠী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশের কাছ থেকে সম্প্রতি পাকিস্তানের ক্ষতিপূরণ চাওয়ার বিষয় উল্লেখ করে উপাচার্য প্রশ্ন রাখেন ১৯৭১ সালের ৩০লাখ শহীদের ক্ষতিপূরণ কে দিবে? ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আমাদের বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের ব্যাংক-বীমা লুট করে। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থাসহ সরকারি দপ্তরের টাকাও লুট করে। এসব টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার যৌক্তিকতা নেই। উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে মিথ্যাচার করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ক ছিন্ন থাকবে। উদ্বোধনী পর্বের পর জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। পরে প্রবন্ধের ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে 'স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু'র জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন-২০১৫' উপলক্ষে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনানুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

অধ্যাপক আবুল বারকাতের গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠান

আমাদের দেশের জাতীয় বৈচিত্র্যগুলো সংরক্ষণ করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত রচিত 'পলিটিক্যাল ইকোনোমি অব আনপিপিলিং অব ইনডিজেপিস পিপলস : দ্য কেস অব বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' গ্রন্থদ্বয়ের মোড়ক উন্মোচনা অনুষ্ঠান গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য প্রদান করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যেতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), অধ্যাপক ড. অজয় রায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান, প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং প্রমুখ।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে গেছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে যদি সামনে এগুতে হয়, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যদি সাধারণ মানুষকে আনতে হয় তাহলে অবশ্যই ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আবশ্যিকভাবে কৃষি সংস্কারে কমিশন গঠন করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের দেশের জাতীয় বৈচিত্র্যগুলো আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। পর্বত সংরক্ষণ দিবস বাংলাদেশে বিগত চার বছর ধরে পালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ এবং বৈচিত্র্যকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান। সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই অধ্যাপক আবুল বারকাতের মূল উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক অর্থনীতিকে কিভাবে জনকল্যাণে প্রয়োগ করা যায় সে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস আবুল বারাকাতের- আমাদের সকলকে সে কল্যাণ প্রচেষ্টা করা উচিত।

উল্লেখ্য, বই দুটি প্রকাশ করেছে মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচী

(১ম পৃষ্ঠার পর)
কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গনস্থ স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা, সকাল ১১টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া।

মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ প্রধান প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫মিনিটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বিজয় দিবস উপলক্ষে টিএসসি, কলা ভবন, ও কার্জন হলে আলোকসজ্জা করা হবে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, হলসমূহে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। বিকাল ৪টা ১০মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছায়ানটের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এছাড়া, বাদ জুম্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া।

MZ 15 b‡f¤^i 2016 XvKv wekwe`¨vjq ôevab, e½gvZv †kL dwRjvZzb‡bQv gwRe nj BDwb‡Ui ôbexb eiY, †Wwbvi m¤§vbbv I we`vq mseabv-2016ô nj wgjbvqZ‡b AbwôZ nq| G‡Z DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏK cavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯'Z wQ‡jb| we‡kl AwZw_ wQ‡jb nj cÖva¨¶v Aa¨vcK W. RwKqv cvifxb Ges evab nj BDwb‡Ui Dc‡`óv I mnKvix AvewmK wk¶K iZb ivbx `vm| evab nj BDwb‡Ui mfvcwZ g³v ivq Abô‡b mfvcwZZ K‡ib| AwZw_‡`i mv‡\_ nj BDwbU eva‡bi bexY I we`vqx m`m¨‡`i †`Lv hv‡"Q|

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)
ড. এম ইমদাদুল হক। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন কোলকাতাস্থ বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এ এন লাহিড়ী মজুমদার এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার বসাক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান অপরিসীম, তিনি বিজ্ঞানের সকল শাখাকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছেন। উদ্ভিদের জীবন আছে, অনুভূতি আছে এই কথাটি আমাদের সভ্যতা ও জীববিজ্ঞানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছেন যারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, তারা সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকেন। জগদীশ চন্দ্র বসু তেমনই একজন যথার্থ মানুষ, যথার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি এমনসব যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন যা মানব সভ্যতা ও গবেষণার কাজে এখন পর্যন্ত ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগছে। সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন, কলা বা চারুকলা কিংবা দর্শন সবকিছুই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাই আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃবিষয়ক সংযোগ ঘটাতে হবে। পরিশেষে, এই ধরণের মানুষদের নিয়ে কাজ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে উপাচার্য ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য বক্তৃতানুষ্ঠান শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস এর পক্ষ থেকে অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার বসাক ও অধ্যাপক ড. এ এন লাহিড়ী মজুমদারকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

রোকেয়া হল অ্যালামনাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)
স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম বেগম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক সালমা আখতার। এতে সহস্রাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অ্যালামনাইদের সম্মিলনে নানা প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। অ্যালামনাইরা এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে দেশে-বিদেশে বিভিন্নভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। এ ধরনের আয়োজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মাতৃসম প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো মিলনের সুযোগ তৈরি করে দেয়। রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনে আগত প্রাক্তন সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, আলোকিত ভুবন আমরা চাই। চারদিক আলোকিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আপনারা যেখানে উপস্থিত থাকেন সেই জায়গাটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তবে বর্তমান সময়ে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যেখানে একদিকে আলো জ্বালানো হচ্ছে, অন্যদিকে বিশেষ কিছু গোষ্ঠী দেশকে অন্ধকার করার চেষ্টা করে চলছে। যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসার কথা সেখানে মানুষ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার চক্রান্ত চলছে। মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে, তাদের জন্য সহানুভূতি থাকতে হবে। উপাচার্য আরও বলেন, রোকেয়া হলের প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হলেরই একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। এটি আমাদের গর্ব। তিনি যেভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রত্যেক অ্যালামনাইদের সেভাবে এগিয়ে যেতে হবে, কাজ করে যেতে হবে, সর্বোপরি দেশকে আলোকিত করতে হবে।

বিকালের অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। তিনি বলেন, শুধু নারীদের কর্মক্ষেত্রে আনাই মূল বিষয় নয়, সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাই মুখ্য বিষয়। এর মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষার পাশাপাশি যেসব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করলে নারীরা এগিয়ে যাবে সে সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। নারীদের কল্যাণে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। এ নারীরা আজ দেশের জনশক্তির পাশাপাশি শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তি ও জনশক্তিকে বাদ দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সমাজে নানাভাবে অবদান রাখায় রোকেয়া হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ৭জন ছাত্রীকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী আলোকচিত্রী সাঈদা খানম, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুন, নারীনেত্রী মালেকা বেগম, নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, ক্রীড়া সংগঠক রাফিয়া আক্তার ডলি, সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন ও নৃত্যশিল্পী জিনাত বরকতুল্লাহ।

এছাড়া, উৎসবে দিনব্যাপী স্মৃতিচারণ, যাদু প্রদর্শন, নৃত্যনাট্য ও সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ড. ফজলুল আলমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ড. ফজলুল আলম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোক বাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ফজলুল আলম মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তাঁর লেখনী বাংলাদেশের প্রগতিশীল চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আধুনিকায়নে তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ড. ফজলুল আলম ১৯৪১ সালে বগুড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যে বসবাস করেছেন। সেখানে লাইব্রেরিয়ানশিপে চার্টার্ড, এথনিক রিলেশান্সে মাস্টার্স এবং কালচারাল স্টাডিজে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০2 সালে অবসর গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ ফজলুল আলম নগরীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শিক্ষক প্রজন্মের পর প্রজন্ম শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) রাখবে। একজন শিক্ষক কখনই অবসরে যান না, চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয় কিন্তু শিক্ষকতা পেশার যে দায়িত্ব তা সবসময়ই থাকে। তিনি আরও বলেন, একজন ভালো শিক্ষক প্রজন্মের পর প্রজন্ম শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন তার কর্মের মাধ্যমে। এ দেশ কতখানি এগিয়ে যাবে তা নির্ভর করছে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তৈরি হচ্ছে, আর শিক্ষার্থীদের তৈরি করেন একজন শিক্ষক। উপাচার্য অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাহিত করার জন্য তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিদায়ী শিক্ষকদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশে বিদেশে যে কৃতিত্ব অর্জন করছে তার অবদান শিক্ষকদের। তাঁদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- অধ্যাপক বেগম খালেদা খানম (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্বাস আলী খান (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ), অধ্যাপক ড. সুশীল রঞ্জন হাওলাদার (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (আরবী বিভাগ), অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (আরবী বিভাগ), অধ্যাপক সৈয়দা ফিরোজা বেগম (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক মাজেদা চৌধুরী (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. সাগরময় বড়ুয়া (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক সাঈদা গাফফার (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (ইংরেজী বিভাগ), অধ্যাপক ড. কায়সার মোঃ হামিদুল হক (ইংরেজী বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা (বাংলা বিভাগ), অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক লতিফা বেগম (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (ইতিহাস বিভাগ), অধ্যাপক ড. রামেশ্বর মন্ডল (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. নার্গিস জাহান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. আফতাব আলম খান (ভূতত্ত্ব বিভাগ), অধ্যাপক ড. মাহ্‌মুদ আলম (ভূতত্ত্ব বিভাগ), অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. খায়ের জাহান সোগরা (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. এম সেকান্দার হায়াত খান (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মোঃ খলিলুর রহমান (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক মাহমুদ (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার (আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. আ.ম.ম. আমানত উল্লাহ খান (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. শাহনাজ হক হুসেন (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. নাসিমা ফেরদৌস (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল কাদের (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল আউয়াল খান (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মোঃ হেদায়েত হোসেন (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহানআরা (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ এবং প্রো-উপাচার্য, শিক্ষা), অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান (লোকপ্রশাসন বিভাগ), অধ্যাপক ড. শাহেদ হাসান (নৃবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আহ্‌সান আলী (নৃবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম (বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ)।

gw³hx× PPv †K‡›`ªi mn‡hvMx cwZôvb ôAcivR‡q evsjvô Ges ômvgwRK mnvqZv D‡`¨vMô Gi Av‡qvR‡b MZ 15 b‡f¤^i 2016 i‡gk P›`ª gRg`vi AwW‡Uwiqv‡g AbwôZ nq GK Rbe³Zv I exiv½bv‡`i fvZv c`vb Abôvb| G‡Z cavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯'Z †_‡K exiv½bv‡`i fvZv c`vb K‡ib †cv-DcvPvh (wk¶v) Aa¨vcK W. bvmixb Avng`| Qwe‡Z AwZw\_‡`i mv‡_ fvZvcvß exiv½bv‡`i †`Lv hv‡"Q|

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

এশিয়া ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিদল

এশিয়া ফাউন্ডেশনের নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের পরিচালক জেনি স্লোয়ান-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধি হাসান এম. মজুমদার এবং সহযোগী পরিচালক সৈয়দ এ. আল-মুতি।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে সৌরশক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

জার্মান অধ্যাপক

জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক (আইসিডিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. ক্রিস্টফ শেচরার গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে একে অপরকে অবহিত করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ও পিএইচ ডি প্রোগ্রামে বৃত্তিসহ ভর্তির বিষয় নিয়েও তাঁরা মত বিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সহযোগিতা প্রদানে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের পরিচালক জেনি স্লোয়ান-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২২ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

জার্মানীর ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক (আইসিডিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. ক্রিস্টফ শেচরার গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

অধ্যাপক ড. অজয় রায়কে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান

একজন শিক্ষক ও পদার্থ বিজ্ঞানীই শুধু নন, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার এক অগ্রজ সৈনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৬ নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করে 'জন্মদিন উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'। বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনস্থ অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'জন্মদিন উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'র আহ্বায়ক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় সংগীতায়োজনের মধ্য দিয়ে। ড. অজয় রায়কে শাল এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা মানপত্র পাঠ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান। উদিচি, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, গনজাগরণ মঞ্চ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি পরিষদ, সংস্কৃতি মঞ্চ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাসদ, জাসদ, বাংলাদেশ যুব মৈত্রি, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, জাতীয় যুব ঐক্য, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রি, পদার্থ বিজ্ঞানের সাবেক ছাত্রবৃন্দ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মঞ্চ, ছাত্র ইউনিয়নসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ফুল দিয়ে অধ্যাপক অজয় রায়কে শুভেচ্ছা জানান। বিপুল উপস্থিতির মধ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অজয় রায়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি জয়ন্তী রায়, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্জ, বাসদ নেতা কমরেড খালিকুজ্জামান, জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান এমপি, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার, স্বপন দাস, মন্ডল কুমার চাকমা, পান্নালাল দত্ত প্রমুখ। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং নাগরিক সমাজের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক ড. অজয় রায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অতীতের মতো সামনের দিনগুলোতেও সুস্থ থেকে সামাজিক ও বুদ্ধিভিত্তিক চর্চায় আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন তিনি।

অধ্যাপক ড. অজয় রায় আবেগঘন বক্তৃতায় জনমানুষের সাথে তাঁর সম্পৃক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

Xwe cwj GÛ ew×÷ ÷wWR wefv‡Mi †Pqvig¨vb Aa¨vcK W. wegvb P›`ª eoqv MZ 6 b‡f¤^i 2016 wekwe`¨vjq †K›`ªxq jvB‡eªixi Rb¨ †eŠ× mvwnZ¨ I wÎwcUK msµvšÍ 127wU gj¨evb eB DcvPvh© Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki wbKU n¯ÍvšÍi K‡ib|

২ শিক্ষকের আন্তর্জাতিক পদক লাভ

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত International Society for Clinical Biostatistics এর ৩৭-তম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দুই জন শিক্ষককে Conference Awards for Scientists প্রদান করা হয়। ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ হাসিনুর রহমান খানকে তাঁর প্রবন্ধ "On The Performance of Adaptive Pre-processing Technique in Analysing High-Dimensional Consored Data" এবং ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ড. এম. ইফতেখার আলমকে তাঁর প্রবন্ধ "A Comparison Between the Continual Reassessment Method and D-optimum Design for Dose Finding in Phase I Clinical Trials" এর জন্য উক্ত অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরেও সোসাইটির ৩৬-তম সম্মেলনে উক্ত ইনস্টিটিউটের দুই জন শিক্ষক ড. মোহাম্মদ সফিকুর রহমান এবং ড. মোঃ হাসিনুর রহমান খান তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

লাইব্রেরীতে ত্রিপিটক সংক্রান্ত ১২৭টি বই প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া গত ৬ নভেম্বর ২০১৬ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য বৌদ্ধ সাহিত্য ও ত্রিপিটক সংক্রান্ত ১২৭টি মূল্যবান বই উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নিকট হস্তান্তর করেন। বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য ও ত্রিপিটক সংক্রান্ত এই বইগুলো রাজবন বিহার, রাঙামাটি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়াসহ পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ত্রিপিটক সংক্রান্ত মূল্যবান এই বইগুলো সংগ্রহ ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে প্রদান করায় পালি ও বুদ্ধিস্ট বিভাগের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য শিক্ষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পালি ও বুদ্ধিস্ট বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা এই বইগুলো দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিক রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুর্লভ "প্রজ্ঞা পারমিতা" বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এবং পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এ ব্যাপারে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। উল্লেখ্য, "প্রজ্ঞা পারমিতা" বইটির মাত্র একটি কপি বাংলাদেশে রয়েছে।

মেধাবী ৯ শিক্ষার্থী পেল 'জগন্নাথ হল স্বর্ণপদক ২০১৪'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের উদ্যোগে গত ২৪ নভেম্বর ২০১৬ জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে জগন্নাথ হলের ৯জন কৃতি শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই স্বর্ণপদক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব (শিক্ষা) শ্রীজিষ্ণু প্রসন্ন মুখার্জী। স্বাগত বক্তব্য দেন জগন্নাথ হল স্বর্ণপদক প্রদান কমিটির আহ্বায়ক সন্তোষ কুমার দেব।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ নিম চন্দ্র ভৌমিক, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এস এম বাহালুল মজনুন চুন্নু, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সুভাস সিংহ রায়, আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, অজয় কুমার রায়, আফতাব আলী শেখ, জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ প্রমুখ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ৯জন শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন অংশে পিছিয়ে থাকলে হবে না, সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অংশগ্রহণ ও অবদানের কথা স্বরণ করে তিনি দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেন। তিনি বলেন, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে জ্ঞান বিজ্ঞানে আরও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, কেননা জ্ঞান বিজ্ঞান কিংবা শিল্প সংস্কৃতির জন্য ভৌগলিক সীমারেখা কোন প্রতিবন্ধকতা নয়।

'জগন্নাথ হল স্বর্ণপদক ২০১৪' প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- অঞ্জন বিশ্বাস (গ্রাফিক ডিজাইন, চারুকলা অনুষদ), জয়দেব বিশ্বাস (কারুশিল্প, চারুকলা অনুষদ), মনোজ কান্তি পাল (মৃৎশিল্প, চারুকলা অনুষদ), রেমন বিশ্বাস (ভাস্কর্য, চারুকলা অনুষদ), শংকর বাইন (সংস্কৃত, কলা অনুষদ), সাজু সাহা (মার্কেটিং, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ), সুকান্ত সাহা (উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান অনুষদ), সৈকত চন্দ্র দে (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ), অমিত নন্দী (প্রাচ্যকলা, চারুকলা অনুষদ)।

‡m›Uvi di †mvk¨vj wimvP, evsjv‡`k (wmGmAviwe) KZK cKwkZ "Brexit Referendum Democratic Divident of Deficit" kxlK M‡elYv M‡ši †gvoK D‡b¥Pb Abôvb MZ 20 b‡f¤^i 2016 DcvPv‡hi Awdm msjM mfvK‡¶ AbwôZ n‡q‡Q| DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏK cavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯'Z †_‡K GB M‡elYv M‡ši †gvoK D‡b¥Pb K‡ib|

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত

ধর্মীয় জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় যুব সমাজের মাঝে সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করা অপরিহার্য-উপাচার্য

গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সমাপণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ এর মডারেটর সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর ড. মাহবুবা নাসরিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইম অ্যাকশন এর মডারেটর ড. ফাদার তপন কামিলুস ডি রোজারিও প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ততায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান ধর্মীয় জঙ্গিবাদ এবং সামাজিক সহিংসতা মোকাবেলায় তরুণ যুব সমাজের মাঝে সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করা অপরিহার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদের যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় থেকে মোট ৫৩১জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইম অ্যাকশন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল - সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি, অবিরাম গল্প বলা, বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতা।

প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন তারা হলেন- উচ্চাঙ্গ সংগীত : মৌমিতা হক সেঁজুতি-১ম, সত্যজীৎ সরকার-২য়, পুজা মহন্ত-৩য়; নজরুল সংগীত : মৌমিতা হক সেঁজুতি-১ম, সৌম্য বড়াল-২য়, মো: তৌফিকুজ্জামান অপু-৩য়; রবীন্দ্র সংগীত : ঋভূ সরকার মিত্র-১ম, তাহমিদ ওয়াসীফ ঋভূ-২য়, ইসমত জাহান সানমুন-৩য়; দেশাত্মবোধক গান : তাহমিদ ওয়াসীফ ঋভূ-১ম, ইসমত জাহান সানমুন-২য়, ওমর ফারুক-৩য়, আধুনিক গান : সৌম্য বড়াল-১ম, আনিকা শারমিলা কৃপা-২য়, মো: জসীম উদ্দিন-৩য়; ভক্তিমূলক গান : মো: রেওয়ানুল হক পিয়াল-১ম, মো: শরিফুল ইসলাম-২য়, পার্থ দেব বর্মন-৩য়; লোকসংগীত : মো: জসমী উদ্দীন-১ম, মো: ওমর ফারুক-২য়, সৌম্য বড়াল-৩য়; যন্ত্রসংগীত (তবলা) : শিশির মাহমুদ মোহন-১ম, মো: মিজানুর রহমান-২য়, বেনাম চন্দ্র-৩য়; যন্ত্রসংগীত (বাঁশি) : জাওয়াদ মুস্তাকীম আল মুবাল্লিগ-১ম, নয়ন কর্মকার-২য়, মো: সেলিম রেজা-৩য়; উচ্চাঙ্গ নৃত্য : নীলাদ্রি পাল-১ম, সোনামনি কর্মকার-২য়, জবা রানী বিশ্বাস-৩য়; সাধারণ নৃত্য : সানজিদা পারভীন-১ম, মালিহা তাবাসসুম রিয়া-২য়, নীলাদ্রি পাল-৩য়; লোকনৃত্য : সামিয়াজ জাহান প্রাপ্তি-১ম, নীলাদ্রি পাল-২য়, মো: রিফাত হোসেন (রুবেল)-৩য়; তাৎক্ষণিক অভিনয় : সাগর কর-১ম, ইমতেনান মোহাম্মদ জাকি-২য়, তিথী চক্রবর্তী-৩য়; স্ব-নির্ধারিত অভিনয় : কামরুন্নাহার মুন্নী-১ম, মো: রাগীব রহমান-২য়, নাজমুন নাফিস খান-৩য়; মূকাভিনয় : বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী-১ম, নুজহাত নূয়েরী-২য়, মো: এমরান হোসেন-৩য়; আবৃত্তি (নির্ধারিত) : মো: রাগীব রহমান-১ম, তাসনিম সরকার-২য়, নিলয় পাল দীপ্ত-৩য়; আবৃত্তি (স্ব-নির্ধারিত) : কাজী আরিফুর রহমান-১ম, আক্তারী সার সাবাহ-২য়, ইশতিয়াক আহমেদ-৩য়; অবিরাম গল্প বলা : কামরুন্নাহার মুন্নী-১ম, সাইফুল্লাহ মাহফুজ অর্ক-২য়, জালিস মাহমুদ-৩য়; বিতর্ক (বাংলা) : ফয়সাল মোল্লা-সেরা বিতার্কিক, জালিস মাহমুদ, শাফি আবদুল্লাহ, মাইনুল আবরার-দলগত চ্যাম্পিয়ন, শফিউল আজম, কাজী হাসানুজ্জামান, ফয়সাল মোল্লা- দলগত রানার্স আপ; বিতর্ক (ইংরেজি) : কাজী সালমান ওয়ালী-সেরা বিতার্কিক, ফাহিম বিন ফারুক, কাজী সালমান ওয়ালী, ইয়ান সাদিক ইশতি-দলগত চ্যাম্পিয়ন; নাজিফা মুনিরাত কাদের, তামান্না তাসনিম ইতি, ইসরাত জাহান ইভা-দলগত রানার্স আপ; উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা) : মো: শাওন সরদার-১ম, আবুল বাশার-২য়, মো; ইয়াসির ইউনূছ-৩য় এবং উপস্থিত বক্তৃতা (ইংরেজি) : সুমাইয়া ইশবাল-১ম, মো: শাইয়ান সাদিক-২য়, মালিহা নোশিন খান-৩য়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জগন্নাথ হল।

উল্লেখ্য, গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

এ কিউ এম মহিউদ্দিন মেমোরিয়াল বৃত্তি পেলেন ২ মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৫ সালের বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২জন মেধাবী শিক্ষার্থী "এ কিউ এম মহিউদ্দিন মেমোরিয়াল বৃত্তি" লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন আবু ইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ ও জান্নাতুল ফেরদৌস। গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. নাজনীন আফরোজ হক বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামানসহ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শান্তিপূর্ণ দেশ গঠনের লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শুধু ভাল একাডেমিক ফলাফল করলেই চলবেনা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নতমানের স্নাতক হতে হবে। প্রয়াত এ কিউ এম মহিউদ্দিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, তার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত এ কিউ এম মহিউদ্দিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ সালে ইন্তেকাল করেন।

জেনিনা পেলেন নভেরা দীপিতা স্মৃতি বৃত্তি

সিজিপিএ লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কৃতী ছাত্রী জেনিনা ইসলাম আবিরকে 'নভেরা দীপিতা স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৮ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র প্রদান করেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. নাদির জুনাইদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. এ এস এম আসাদুজ্জামান এবং নভেরা দীপিতার মাতা আদিলা বকুল বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, নভেরা দীপিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগে প্রতিষ্ঠিত "এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ স্বর্ণপদক"-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. জহিরুন্নেসা সাঈদ ৫ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করেছেন। ড. জহিরুন্নেসা সাঈদ-এর ভাতিজা ডা. মো: আতিকুল সারোয়ার অনুদানের এই চেক গত ৩১ অক্টোবর ২০১৬ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মেহতাব খানম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম, অধ্যাপক ড. শামীম ফেরদৌস করিম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে। সভায় ড. জহিরুন্নেসা সাঈদ-এর নামে এই ট্রাস্ট ফান্ডের নামকরণ করার প্রস্তাব দেয়া হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে।

৫ শিক্ষার্থীর 'অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ

২০১৩ সালের এমএস পরীক্ষা এবং ২০১৪ সালের বিএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের ২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভাগের ৩জন শিক্ষার্থী 'আমেনা লতিফ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ৯ নভেম্বর ২০১৬ বিভাগীয় মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শুধু ভাল একাডেমিক ফলাফল করলেই চলবেনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধে তাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। উপাচার্য দেশের মৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকে ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মোসা: খাদিজা বেগম (এমএস) এবং মো: ইনজা-মামুন হক (বিএস)। আমেনা লতিফ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মো: মোস্তাভিনান ইশিক, মো: আল জাহিদ এবং শাওন।

এর আগে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে 'অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি মৎস্য বিজ্ঞান ভবন' উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, এই ভবনের দু'টি তলা নির্মাণের জন্য মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৭০ লাখ টাকার অনুদান দিয়েছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫